দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 OCT 1998
পৃষ্ঠা কলাম

এরশাদ আমলের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ॥ ৪৬ কোটি টাকা গায়েব

খায়রুল আনোয়ার

সরকারের অডিট বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের ৪৬ কোটি টাকার কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছে না। এরশাদের আমলে তার নাম করে ও সচিবের নির্দেশে সকল নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই ৯১ কোটি টাকা সরকারী কোষাগার থেকে তুলে নেয়া হয়। এর মধ্যে ৪৫ কোটি টাকার হিসাব পাওয়া গেলেও বাকি ৪৬ কোটি টাকার কোন হিসাব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিষয়টিকে একটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে বিবেচনায় নিয়েছে বর্তমান সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি)। কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে জরুরী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের "ওরিয়েন্টেশন অফ টিচার্স ফর টিচিং ইংলিশ অ্যাজ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য এ বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল। ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই আইএলসির (ইংল্যান্ড লেটার অফ ক্রেডিট) মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারী কোষাগার থেকে ৯১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা তুলে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখে। এভাবে আইএলসি'র মাধ্যমে অগ্রিম টাকা উত্তোলন প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা নিয়ম লঙ্ঘন করে টাকা উঠানোয় আপত্তি করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন সচিব এ আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। সচিব তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, রাষ্ট্রপতির (তদানীন্তন) সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি চান যে ওটা করা হোক। সচিব লিখেছিলেন, "আইএ্যাম ইস্যুইং দিজ ইন্সট্রাকশন উইথ দি নলেজ এ্যান্ড কনসেন্ট অফ দি প্রেসিডেন্ট হু ইজ অলসো হোল্ডিং দি চার্জ অব মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্স"। সচিব এ নির্দেশ দিয়ে ৯১ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখেন।

গুরুতর এ আর্থিক অনিয়ম এবং ৪৬ কোটি টাকা গায়েবের বিষয় নিয়ে সরকারী হিসাব কমিটির একটি সভায় আলোচনা হয়েছে। কমিটির সভাপতি এসএম আকরাম সভায় বলেছেন, ৯১ কোটি টাকা অননুমোদিতভাবে সরকারী কোষাগার থেকে তুলে নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখা হয়েছিল। এটাতে কারও অনুমোদন ছিল না। এটি একটি অত্যন্ত বড় ধরনের অনিয়ম। এত বছর পরে এসেও মন্ত্রণালয় এ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন নেয়নি। জনাব আকরাম এ প্রসঙ্গে বৈঠকে আরও বলেন, এই টাকা কোন্ প্রকল্প খাতে ব্যয় হয়েছে এবং কার অনুমোদন অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে তার কোন তথ্যই আজ পর্যন্ত অডিট বিভাগকে দেয়া হয়নি।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এম হাফিজউদ্দিন খানও এ আর্থিক অনিয়মের ঘটনাকে একটি 'সিরিয়াস কেস' হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন, এর পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ এ ব্যাপারে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে জানান যে, এ টাকা যে প্রকল্পে ব্যয় হয়েছিল সে প্রকল্প শেষ হয়ে গেছে এবং এর হিসাবপত্রও মন্ত্রণালয় ধরতে পারছে না।

কমিটি বলেছে, ৯১ কোটি টাকার মধ্যে ৪৫ কোটি টাকার একটি হিসাব পাওয়া গেছে। বাকি ৪৬ কোটি টাকার কোন হিসাব এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কমিটির সভাপতি সরকারী দলের এমপি এসএম আকরাম বলেছেন, যতই বিলম্ব হোক এবং যারাই এ জন্য দায়ী হয়ে থাকুক, এ ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত করতে হবে। এ বিষয়ে জরুরীভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই একাউন্টগুলো কোথায় খোলা হয়েছে এবং কিভাবে টাকা উঠানো হয়েছে, সে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কমিটি এ ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে।